প্রাথী

১নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

যেথায় মানুষ মানুষের

বাসতে পারে ভালো

প্রতিবেশীর আধার ঘরে

জ্বালতে পারে আলো

সেই জগতের কান্না হাসির

অন্তরালে ভাই

আমি হারিয়ে যেতে চাই

ক, কৃষকের চঞ্চল চোখ কিসের জন্য প্রতীক্ষা করে

খ. কবি সূর্যের কাছে উত্তাপ চেয়েছেন কেন?

গ. উদ্দীপকে প্রাথী কবিতায় যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপক ও প্রার্থী কবিতায় চেতনাগত সাদৃশ্য থাকলেও প্রাথী কবিতার পরিসর আরও বৃহৎ। মন্তব্যটি যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

১ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক. কৃষকের চঞ্চল চোখ ধানকাটায় রোমাঞ্চকর দিনগুলোর জন্য প্রতীক্ষা করে।

খ. কবি সূর্যের কাছে উত্তাপ প্রার্থনা করেছেন সমাজের নীচু শ্রেণির মানুষের দুঃখ ঘোচাতে।

জীবজগতের জন্য সূর্যের অবদান অতুলনীয়। যার দয়ায় ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদ জীবজগৎ ও মানুষ জীবনধারণ করে। তা্ই কবি সূর্যের কাছ থেকে উত্তাপ প্রার্থনা করেছে অথার্ৎ সূর্যের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিতে চেয়েছেন। যেন তিনি শীতার্ত বস্ত্রহীন মানুষের জীবন থেকে সব দুঃখ চিরতরে ঘোচাতে চেয়েছেন।

গ. প্রাথী কবিতায় মানুষের দুখ লাঘব করে সত্য সুন্দর সমাজ গড়ার দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

আমাদের সমাজের একশ্রেণির মানুষ রয়েছে যাদের গরম কাপড়ের খুবই অভাব। তারা অতিকষ্টে শীতের রাত অতিবাহিত করে সকালে সূর্যের উত্তাপের প্রত্যাশায়। রাস্তার ধারের উলঙ্গ ছেলেও সূর্যের উত্তাপের প্রত্যাশা। কবি এই অসহায মানুষও থেকে উত্তাপ নিয়ে এমন এক সমাজ গড়তে চেয়েছেন। যেখানে এই অসহায শীতার্ত মানুষদের কোনো কষ্ট থাকবে না।

উদ্দীপকে কবি এমন একটি সমাজ প্রত্যাশা করেছেন যেখানে এক সাহায্যে এগিয়ে আসবে। অর্থাৎ এখানে কবি সেই সমাজ প্রত্যাশা করেচেন যেখানে মানুষরা সম্প্রীতির বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হযে সুখে শান্তিতে বাস করে। তাই আমরা বলতে পারি প্রার্থী কবিতায় কবির সত্য সুন্দর সমাজ গড়ার বাসনা বা প্রত্যয়ের দিকটি্ উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ, প্রাথী কবিতায় জীবজগতের প্রতি সূর্যের অবদান এবং সূর্য থেকে শক্তি নিয়ে। একটি সুন্দর সমাজ গঠনের যে চেতনা দেখানো হয়েছে তা থেকে উদ্দীপকে আলোকে আমরা বলতে পারি প্রাথী কবিতার পরিসর আরও বৃহৎ।

আমাদের এই পৃথিবীর শক্তির মুল উৎস সূর্য। সূর্যের তাপ থেকে শক্তিনিয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠের জীবজগৎ জীবন ধারণা করে।এই সূর্যের তাপের জন্য অসহায শীতার্ত মানুষ হিমশীতল দীর্ঘ রাত প্রতীক্ষা করে। এই মানুষগুলোর কাছে সকালের সামান্য রোদ সোনার চেয়ে দামি হিসেবে বিবেচিত। তাই কবি সমাজের অসহায় নীচু আরও উত্তাপ প্রার্থনা করেছেন এবং সূর্যের তাপে নিজেদের জড়তাকে পোড়াতে চেয়েছেন।

পাশাপাশি তিনি সূর্যের কাছে আর উত্তাপ প্রার্থনা করেছেন এবং সূর্যের তাপে নিজেদের জড়তাকে পোড়াতে চেয়েছেন। পাশাপাশি তিনি সূর্যের কাছে উত্তাপ নিয়ে জ্বলন্তত অগ্নিপিন্ডে পরিণত হতে চেয়েছেন। যাতেসব সংকীর্ণতা সব বাধা অতিক্রম করে অবহেলিত বঞ্চিত মানুষদের দুখ মোচন করে সুখী সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

উদ্দীপকে কবি এমন এক সমাজে হারিয়ে যেতে চান যেখানে মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। যেখানে একজনের বিপদে আরেকজন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। অথার্ৎ কবি একটি সুখী সুন্দর এক সমাজের কান্না হাসির অন্তরালে হারিয়ে যেতে চান।

সত্য সুন্দর সুখী সমাজের প্রত্যাশার দিকদিয়ে উদ্দীপক ও প্রার্থ কবিতায় চেতনাগত সাদৃশ্য রয়েছে এবং তাদের অসহাযত্ব লাঘবের চেতনাও ব্যক্তকরা হয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি উদ্দীপকও প্রার্থী কবিতার চেতনাগত সাদৃশ্য থাকলেও প্রাথী কবিতার পরিসর আরও বৃহৎ।

২নং সৃজনশীল প্রশ্ন

দামি গাড়ি হাঁকিয়ে বারিধারা অফিসে যাবার পথে বিজয় সরনি সিগন্যালে জীর্ণ-শীর্ণ এক ভিক্ষুক নাদিম সাহেবের গাড়ির জানালার পাশে ভিক্ষার থালা বাড়িয়ে দিলে তিনি জানালার কালো গ্লাস তুলে দেন। আর ভীষণ বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন–রাবিশ, ভিক্ষুকে দেশটা ভরে গেছে। কথা শুনে ড্রাইভার আবদুল বলে–স্যার, গরিব মানুষ, কী করবে বলেন? এই ভিক্ষার আয় রোজগার দিয়েই তো ওরা সংসার চালায়।

(ক) 'প্রার্থী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত ?

(খ) কবি সূর্যকে জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড বলেছেন কেন ?

(গ) উদ্দীপকের নাদিম সাহেবের আচরণ 'প্রার্থী' কবিতার কোন ভাবের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ–বর্ণনা কর।?

(ঘ) ড্রাইভার আবদুলের অভিব্যক্তিতে 'প্রার্থী' কবিতার মূলচেতনা প্রকাশ পেলেও কবি সুকান্তের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি–মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর।

২নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক.প্রার্থী কবিতাটি 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।

খ. সূর্য অফুরন্ত তাপের উৎস বলে কবি সূর্যকে জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড বলেছেন। এই পৃথিবীতে তাপ ও শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস সূর্য। সূর্যের তাপ থেকেই ভূপৃষ্ঠের গাছপালা, জীবজন্তু এবং মানুষ জীবনধারণ করে। বিশেষ করে শীতকালে অসহায় ও দরিদ্র মানুষদের প্রধান সহায় এই সূর্যের উত্তাপ। সূর্যের এসব বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করতেই কবি একে জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড হিসেবে দেখেছেন।

গ.দরিদ্র অসহায় মানুষদের প্রতি মনোভাবের দিক থেকে নাদিম সাহেবের আচরণ 'প্রার্থী' কবিতায় দরিদ্র মানুষের কথা এসেছে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। কবিতার বর্ণনায় কবি যেমন অসহায় মানুষদের জন্য গভীর মমতা অনুভব করেছেন, উদ্দীপকের নাদিম সাহেবের আচরণ সম্পূর্ণ তার বিপরীত। তিনি দরিদ্র ভিক্ষুককে সহায়তা না করে বরং বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের প্রতি আমাদের সবাই মমতা ও সহানুভূতি থাকা উচিত। তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক কর্তব্য। কিন্তু এই মানবদরদি অনুভূতির ছিটেফোঁটাও উদ্দীপকের নাদিম সাহেবের চরিত্রে লক্ষ করা যায় না। 'প্রার্থী' কবিতায় কবি যেখানে অসহায় মানুষদের কল্যানে কাজ করতে চান, নাদিম সাহেবের মতো মানুষ সেখানে বিরক্তি প্রকাশ করে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাল। ফলে কবির ভাবনার সঙ্গে নাদিম সাহেবের ভাবনার বৈপরীত্যই এখানে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

ঘ. ড্রাইভার আব্দুল দরিদ্র মানুষদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেও কবি সুকান্তের মতো নতুন সমাজ গড়ার সংকল্প তার কথায় প্রকাশ পায় নি।

উদ্দীপকে উল্লেখিত নাদিম সাহেবের ড্রাইভার আব্দুল রাস্তার ভিক্ষুকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও এদের জন্য নতুন এক সমাজ গড়ার মতো কোনো ভাবনা তার মনে আসে না। কিন্তু কবি সুকান্ত 'প্রার্থী' কবিতায় সেই সমাজ গঠনের ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।

ড্রাইভার আব্দুল দরিদ্র মন নিয়েই ভিক্ষুকদের কথা ভেবেছে। মনিবের কথার পিঠে তাই সে সাহস করেই তার অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছে। কিন্তু উদ্দীপকের পরিসরে তার আর কোনো বক্তব্য আমরা দেখতে পাই নি। সমাজের অসহায় মানুষদের প্রতি শুধু সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করেই আমরা আমাদের কর্তব্য শেষ করতে পারি না। তাদের জন্য বাসযোগ্য এক পৃথিবী গড়ার সংগ্রামে আমাদের সামিল হওয়া উচিত। কবি 'প্রার্থী' কবিতায় সে কথাই সংকল্প আকারে ব্যক্ত করেছেন। তিনি এমন সমাজ গড়তে অঙ্গীকারবদ্ধ যেখানে বস্ত্রহীন শীতার্ত মানুষের কোনো দুঃখ থাকবে না। কিন্তু উদ্দীপকের আব্দুলের অভিব্যক্তিতে তেমন কোনো ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা যায় না। প্রশ্নোল্লেখিত মন্তব্যটি তাই যথার্থ।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রশ্নঃ ১। কবির দৃষ্টিতে আমরা কিসের প্রার্থী?

উত্তরঃ কবির দৃষ্টিতে আমরা সূর্যের উত্তাপের প্রার্থী

প্রশ্নঃ ২। সূর্যের উত্তাপে কী পুড়বে?

উত্তরঃ সূর্যের উত্তাপে আমাদের সব জড়তা পুড়ে যাবে।

প্রশ্নঃ ৩। কৃষকের চঞ্চল চোখ কিসের জন্য প্রতীক্ষা করে?

উত্তরঃ কৃষকের চঞ্চল চোখ ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্য প্রতীক্ষ াকরে।

প্রশ্নঃ ৪। সুকান্ত ভট্টচার্যের পৈত্রিক নিবাস কোথায়?

উত্তরঃ সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈত্রিক নিবাস গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায়।

প্রশ্নঃ ৫। কবি সুকান্ত ভট্টার্চায় কত বছর বয়সে মারা যান?

উত্তরঃ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য মাত্র একুশ বছর বয়সে মারা যান।

প্রশ্নঃ ৬। সুকান্ত ভট্টা চার্যের জন্মসাল কত ?

উত্তর : সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মসাল ১৯২৬ সাল।

প্রশ্নঃ ৭. পূর্বাভাস কার কাব্যগ্রন্থ ?

উত্তর : পূর্বাভাস সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যগ্রন্থ।

প্রশ্নঃ ৮. প্রার্থী কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত ?

উত্তর : প্রার্থী কবিতাটি ছাড়পত্র কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।

অনুধাবনমুলক প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রশ্নঃ ১। সকালের রোদ সোনার চেয়ে দামি কেন ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ প্রচন্ড শীতে সারারাত ভোগার পর যখন সকালের এক টুকরো রোদ দরিদ্র মানুষগুলোর প্রচন্ড শীতকে নিবারন করার মতো সামান্য শীতবস্ত্রও নেই। সামান্য কাপড়ের কান ঢেকে এবং খড়কুটা জ্বালিয়ে তারা শীতকে আটকায়। সকালের এক টুকরা সোনারোদের প্রতীক্ষায় থাকে সারারত তাই এ রোদ তাদের কাছে এতে মুল্যবনা মনে হয়।

প্রশ্নঃ ২। কবি সূর্যের কাছে উত্তাপ ও আলো চেয়েছেন কেন?

উত্তরঃ কবি দরিদ্র মানুষে র প্রতি সহানুভুতি অনুভব করে সূর্যের কাছে উত্তাপ আর আলো চেয়েছেন।

শীতের দিনে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের অনেক কষ্ট পোহাতে হয়। শীতের হাত থেকে বাচার জন্য্ এ মানুষেরা সারা রাত ধরে সূর্যের উত্তাপের জন্য অপেক্ষা করে। কবি সেই সব মানুষের কষ্ট অনুধাবন করে তাদের জন্য সুর্যের উত্তাপ ও আলো প্রার্থনা করেছেন।

প্রশ্নঃ ৩। কবি সূর্যকে জলন্ত অগ্নিপিন্ড বলেছেন কেন?

উত্তরঃ সূর্য একটি জ্বলন্ত আগুনের গোলা। তাই কবি সূর্যকে জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড বলেছেন।

সূর্য অফুরন্ত তাপের উৎস। এই পৃথিবীতে তাপ ও শক্তি অন্যতম প্রধান উৎস সূর্য। সূর্যের তাপ ভূপৃষ্ঠের উদ্ভিদ জীবজন্তু এব মানুষের জীবনধারনের প্রথম ও প্রধান উপাদান। বিশেষ করে শীতকালে অসহায় ও দরিদ্র মানুষদের প্রধান সহায়্এই সূর্যের উত্তাপ্। সূর্যের এসব বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করতেই কবি সূর্যকে এক জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড বলে অভিহিত করেছেন।

প্রশ্নঃ ৪। আমরা প্রত্যেকেরই এক একটা জলন্ত অগ্নিপিন্ড পরিণত হব একথা কবি কেন্ উচ্চরণ করেছেন?

উত্তরঃ সূর্যের উত্তাপ পেয়ে আমরা প্রত্যেকে এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ডে পরিণত হয়।

প্রার্থী কবিতার কবি শীতার্ত মানুষের জন্য সূর্যের উত্তাপ প্রার্থনা করেছেন। কবির মতে সূর্যের উত্তাপ পেলে আমরা এক একটি জ্বলন্ত অগ্নি পিন্ডে পরিণত হব। তাই কবি আলোচন্য কথাটি উচ্চারণ করেছেন।

প্রশ্নঃ ৫। কবি সূর্যের কাছে উত্তাপ চেয়েছেন কেন?

উত্তরঃ শীতাত আশ্রয়হীন মানুষকে রক্ষা করার জন্য কবি সূর্যের কাছে উত্তাপ চেয়েছেন।

কবি অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের শীতার্ত অবস্থায় কষ্ট উপলব্ধি করেছেন। তিনি গভীর মমতায় চেয়েছেন তাদের এই অবস্থা হতে মুক্তি। তাদের দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন সূর্যের উত্তাপ। তাই কবি সূর্যের কাছে উত্তাপ চেয়েছেন।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ব্যস্ততার কোলাহল ছাপিয়ে যখন রাতের অন্ধকার নামে তখন চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে যায় শীতের ঢাকাতে। তবু চোখে পড়ে কাওরানবাজারের ফুটপাতে, কমলাপুরের স্টেশনে, ফার্মগেটের ওভারব্রীজে, খোলা আকাশের নিচে হাজারো শীতার্ত বস্তহীন মানুষের গুটিসুটি হয়ে ঘুমানোর করুণ দৃশ্য। অথচ তাদের কত কাছে সোনারগাঁও, রূপসী বাংলা হোটেলের মতো শত শত বিলাসবহুল আরামদায়ক শয়নশয্যা, যা তারা কল্পনাতেও কোনোদিন দেখে নি।

ক. সুকান্ত ভট্টাচার্যের পিতৃনিবাস কোথায় ছিল?

খ. কবি সুকান্ত সকালের এক টুকরো রোদ্দুরকে সোনার চেয়েও দামি মনে করেছেন কেন?

গ. "উদ্দীপকটি কোন দিক দিয়ে 'প্রার্থী' কবিতায় বর্ণিত গরিবদুঃখীদের দুর্দশার প্রতিচ্ছবি"– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপক এবং 'প্রার্থী' কবিতার মূল বক্তব্য একই তাৎপর্যবাহী"– মূল্যায়ন কর।

২। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

টেলিভিশনে বন্যার্ত মানুষের দুর্দশা দেখে সৈকত মর্মাহত। এসব মানুষের জন্য কী করা যায় রাত জেগে সে-চিন্তাই করেছে সৈকত। সকালে রাহাতকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দুই বন্ধু নিজেদের এবং পাশের স্কুলের ছাত্রদের বুঝিয়ে তাদের থেকে জামাকাপড়, টাকাপয়সা, শুকনো খাবার সংগ্রহ করে বন্যার্তদের সাহায্য করবে।

ক. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কত বছর বয়সে মারা যান?

খ. 'রোদ্দুরের তৃষ্ণা' বলতে 'প্রার্থী' কবিতায় কী বোঝানো হয়েছে?

গ. সৈকতের পদক্ষেপে 'প্রার্থী' কবিতায় ফুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ."উদ্দীপকের সৈকত ও 'প্রার্থী' কবিতার কবির মধ্যে মিল থাকলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন।"– মন্তব্যটির যথার্থতা বিশেষণ কর।

৩। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সোহাগ ধনীর ছেলে, দামি গাড়িতে চড়ে বেড়ায়। থার্টি ফার্স্ট নাইট উদ্‌যাপনের জন্য বন্ধুদের নিয়ে সে শহরের অভিজাত এলাকায় ঘুরছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল কয়েকটি পথশিশু ফুটপাতের ওপর গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। তাদের গায়ে শীতবস্ত বলতে কিছু নেই। অথচ শীত পড়ছে বরফের মতো। দৃশ্যটি তার মনের কোথায় যেন ঝড় তুলল। সে ভাবল, তাদের মতো ধনীদের বিরুদ্ধে এদের প্রতিবাদী হওয়া উচিত। একদিকে প্রাচুর্য আর অন্যদিকে মানুষের নিঃসম্বল অবস্থা। এ ব্যবধান দূর হওয়া উচিত।

ক. কৃষকের চঞ্চল চোখ কীসের প্রতীক্ষায় থাকে?

খ. শীতার্ত মানুষেরা সূর্যের জন্য অপেক্ষা করে কেন?

গ. উদ্দীপকের শীতার্ত পথশিশুরা 'প্রার্থী' কবিতার কোন দিকটি ফুটিয়ে তুলেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ.উদ্দীপকটি কি 'প্রার্থী' কবিতার সামগ্রিক চিত্রের প্রতিচ্ছবি? বিশ্লেষণ কর।

প্রার্থী

১. 'প্রার্থী' কবিতায় কবি সুকান্ত সূর্যের কাছ থেকে আলো পেয়ে পেয়ে কী হবার সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন?
ক একটা শক্ত পাথরখণ্ড খ একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড
গ একটা কঠিন বরফখণ্ড ঘ একটা কাষ্ঠখণ্ড

২. আমাদের জড়তা পুড়বে কীসের মাধ্যমে?
ক সূর্যের উত্তাপ খ চাঁদের আলো
গ আগুনের ঘ বিদ্যুতের

৩. কাদের প্রতি কবির অসীম মমতা?
ক সর্বহারা শ্রেণির প্রতি খ ধনিক শ্রেণির প্রতি
গ শ্রমিক শ্রেণির প্রতি ঘ অসহায় নারীদের প্রতি

৪. অল্প বয়স থেকেই সুকান্ত কীসের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন?
ক নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে
খ দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে
গ শোষিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আন্দোলনে
ঘ সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলনে

৫. সুকান্তের কবিতায় বলিষ্ঠভাবে কী উচ্চারিত হয়েছে?
ক মানব মুক্তির জয়গান খ নারী মুক্তির দীপ্তবাণী
গ দুর্নীতিবিরোধী বক্তব্য ঘ প্রেম-ভালোবাসার জয়গান

৬. কবি সুকান্ত 'প্রার্থী' কবিতায় কীসের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন?
ক বস্তহীন শীতার্ত মানুষের জীবন থেকে দুঃখমোচনকারী সমাজ গঠনের
খ সকল বস্তহীন শীতার্ত মানুষকে গরম কাপড় দেওয়ার
গ সকল দুঃখী মানুষের দুঃখ ঘুচানোর
ঘ সকল মানুষের কষ্ট লাঘব করার

৭. "একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হব"– 'প্রার্থী' কবিতায় কবি সুকান্ত এখানে 'জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড' বলতে কী বুঝিয়েছেন?
ক অন্যায়ের প্রতিবাদ করার উপায়
খ প্রতিবাদী চেতনার ধারক
গ শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠনের উপায়
ঘ শীত নিবারণের উপায়

৮. সুকান্ত ভট্টাচার্য কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
ক ১৯২৬ খ ১৯২৭
গ ১৯২৬ ঘ ১৯২৭

৯. সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মস্থান কোথায়?
ক ঢাকায় খ কলকাতায়
গ যশোরে ঘ ময়মনসিংহে

১০. 'প্রার্থী' কবিতায় 'আমরা' বলতে বোঝানো হয়েছে–
ক বঞ্চিত শিশুদের খ বৃদ্ধদের
গ শ্রমিকদের ঘ কিশোরদের

১১. সুকান্ত ভট্টাচার্যের পিতৃনিবাস কোথায়?
ক গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায়
খ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়
গ যশোরের ঝিকরগাছায়
ঘ সিলেটের হরিপুরে

১২. সুকান্ত কখন থেকে শোষিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন?
ক যুবক বয়স থেকে খ শিশুকাল থেকে
গ অল্প বয়স থেকে ঘ বৃদ্ধকালে

১৩. 'প্রার্থী' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত?
ক ছাড়পত্র খ পূর্বাভাস
গ গীতিগুচ্ছ ঘ অভিযান

১৪. 'স্বাধীনতা' পত্রিকার 'কিশোর সভা' অংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে?
ক ফররুখ আহমদ খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ কবি জসীমউদ্দীন

১৫. 'স্বাধীনতা' পত্রিকার 'কিশোর সভা' অংশের সম্পাদক হিসেবে সুকান্ত দায়িত্ব পালন করেন কত বছর?
ক ২০ বছর বয়স পর্যন্ত খ ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত
গ আমৃত্যু ঘ ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত

১৬. সুকান্ত কত সালে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
ক ১৯৭৫ সালের ২৫ মে, প্যারিসে
খ ১৯৭৬ সালের ১১ জুন, ঢাকায়
গ ১৯৪৭ সালের ১৩ মে, কলকাতায়
ঘ ১৯৪৩ সালের ২৯ আগস্ট, কলকাতায়

১৭. 'ছাড়পত্র' কার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ?
ক কাজী নজরুল ইসলামের খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
গ জীবনানন্দ দাশের ঘ সুকান্ত ভট্টাচার্যের

১৮. সুকান্তের পারিবারিক অবস্থা কেমন ছিল?
ক নিম্নমধ্যবিত্ত খ নিম্নবিত্ত
গ উচ্চবিত্ত ঘ উচ্চমধ্যবিত্ত

১৯. সুকান্ত খ্যাতি অর্জন করেন কী হিসেবে?
ক বামপন্থি বিপ্লবী কবি খ বিদ্রোহী কবি
গ সাম্যের কবি ঘ নারীবাদী কবি

২০. 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় সুকান্তের দায়িত্ব কী ছিল?
ক 'ছুটির দিনে' অংশের সম্পাদনা করা
খ 'কিশোর সভা' অংশের সম্পাদনা করা
গ সাহিত্য অংশের কলাম লেখা
ঘ 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদনা করা

২১. সুকান্তের কাব্যগ্রন্থ কোনগুলো?
ক ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূরবী, অভিযান
খ পূর্বাভাস, হরতাল, অভিযান, ছাড়পত্র
গ গীতিগুচ্ছ, হরতাল, অভিযান, সোনার তরী
ঘ সর্বহারা, বাঁধনহারা, গীতিগুচ্ছ, অভিযান'

২২. সুকান্তের কবিতায় কেমন মানুষের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে?
ক বঞ্চনাকাতর মানুষের খ হতদরিদ্র
গ ভবঘুরে মানুষের ঘ বিত্তবান মানুষের

২৩. 'প্রার্থী' কবিতায় কবি কার কাছে অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী?
ক চাঁদের কাছে খ ধনীর কাছে
গ সুর্যের কাছে ঘ সরকারের কাছে

২৪. কার তাপ বিকিরণের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানুষ জীবনধারণ করে?
ক পৃথিবী খ সূর্য
গ চাঁদ ঘ গ্যালাক্সি

২৫. 'মানব মুক্তির জয়গান' বলতে কী বোঝ?
ক মৃত্যু পথযাত্রী মানুষের মুক্তি
খ নিপীড়িত মানুষের মুক্তি
গ শান্তিপ্রিয় মানুষের অধিকার রক্ষা
ঘ অধিকারহীন মানুষের প্রতি সমবেদনা

২৬. ঘর ছেড়ে আমরা এদিক-ওদিকে যাই কেন?
ক বৃষ্টির আশায় খ রোদ্দুরের আশায়
গ শান্তির আশায় ঘ উত্তাপের আশায়

২৭. 'গীতিগুচ্ছ' কার লেখা?
ক সুকান্ত ভট্টাচার্য খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ কামিনী রায়

২৮. কবি সূর্যের অবদান থেকে প্রেরণা নিতে চান কেন?
ক মানুষের প্রতি মমতাবোধ থেকে
খ নতুন গাছপালা সৃষ্টি করবেন বলে
গ শীতার্ত মানুষকে কাপড় দেবেন বলে
ঘ সবকিছুকে জ্বালিয়ে পোড়াবেন বলে

২৯. "হে সূর্য! শীতের সূর্য! হিমশীতল সুদীর্ঘ রাতে তোমার প্রতীক্ষায় আমরা থাকি।"– কেন প্রতীক্ষায় থাকি?
ক দিনের আলো উপভোগ করার জন্য
খ সূর্যতাপে শরীর গরম করার জন্য
গ কাজকর্মে যাবার জন্য
ঘ ধান শুকানোর জন্য

৩০. সূর্য মূলত কী?
ক একটা গ্রহ খ একটা উপগ্রহ
গ অলৌকিক বস্তু ঘ একটি নক্ষত্র

৩১. রাস্তার ধারের উলঙ্গ ছেলেটার দ্বারা কবি কাদের নির্দেশ করেছেন?
ক বস্তহীন পথশিশু খ বস্তিবাসী
গ এতিম ঘ শ্রমিক শিশু

৩২. 'প্রার্থী' কবিতায় সুকান্ত আমাদের কীসের অভাবের কথা বলেছেন?
ক গাড়ির অভাব খ বাড়ির অভাব
গ টাকাপয়সার অভাব ঘ গরম কাপড়ের অভাব

৩৩. শীতের সকালে এক টুকরো রোদ্দুর কীসের মতো মনে হয়?
ক এক টুকরো সোনার চেয়েও দামি
খ এক টুকরো রুপোর চেয়েও দামি
গ এক ঝিলিক আলোর মতো
ঘ এক টুকরো হীরের মতো

৩৪. সুকান্ত 'প্রার্থী' কবিতায় আমাদের ঘর থেকে এদিক-ওদিক যাবার কী কারণ বলেছেন?
ক আশ্চর্যজনক দেখার জন্য
খ নবান্ন উৎসব দেখার জন্য
গ এক টুকরো রোদ্দুরের তৃষ্ণার জন্য
ঘ ঘুড়ি উড়ানো দেখার জন্য

৩৫. 'প্রার্থী' কবিতায় কবি তাদের স্যাঁতসেঁতে ঘরে সূর্যকে উত্তাপ আর আলো দিতে বলেছেন কেন?
ক স্যাঁতসেঁতে ঘরে ঠান্ডা বেশি উপলব্ধি হবার কারণে

খ ঘরের ছাদ ফুটো বলে
গ কবি সৌরবিদ্যুৎ তৈরি করবেন বলে
ঘ ঘরে বিদ্যুৎ নেই বলে

৩৬. 'তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা' কবি 'প্রার্থী' কবিতার উল্লিখিত চরণে 'আমাদের জড়তা' বলতে কী বুঝিয়েছেন?
ক সংগ্রামের ক্ষেত্রে অনীহা
খ কোনো কাজে সামঞ্জস্যহীনতা
গ কাজ খুঁজে না পাওয়া
ঘ শরীর জুড়ে অলসতা

৩৭. 'প্রার্থী' কবিতায় সূর্যের কাছে উত্তাপ প্রার্থনা করেছে–
ক দরিদ্ররা খ আশ্রয়হীন মানুষ
গ কবি স্বয়ং ঘ ধনী সম্প্রদায়

৩৮. 'একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হব' কেন?
ক নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য
খ দুঃখী মানুষের দুঃখমোচন করার জন্য
গ দুর্নীতি রোধ করার জন্য
ঘ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার জন্য

৩৯. প্রার্থী বলতে বোঝায়–
i. প্রার্থনাকারী
ii. যাঞ্চাকারী
iii.আবেদনকারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ii খ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৪০. জড়তা বলতে বোঝায়–
i. তোত্‌লামি
ii. আড়ষ্টতা
iii.জিব কাটা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক iii খ i ও ii গ i ও রii ঘ i, ii ও iii

৪১. 'প্রার্থী' কবিতায় উল্লিখিত 'হিমশীতল' বলতে বোঝানো হয়েছে–
i. কনকনে
ii. তুষারের মতো ঠান্ডা
iii.হাড় কাঁপানো শীত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ii খ i ও ii গ iও i ii ঘ i, ii ও iii

৪২. সুকান্তের কবিতার বৈশিষ্ট্য–
i. বঞ্চনাকাতর মানুষের জীবনযণ।থণার চিত্র উপস্থাপন
ii. দুর্নীতিবিরোধী প্রচারণা
iii.প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের প্রচারণা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৩. 'প্রার্থী' কবিতায় সুকান্ত সূর্যের উত্তাপের দ্বারা আমাদের কী ঘটার সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন?
i. আমাদের জড়তা পোড়ার
ii. আমাদের জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হবার
iii.রাস্তার উলঙ্গ ছেলেকে গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে সক্ষম হবার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

৪৪. কবি সুকান্ত 'প্রার্থী' কবিতায় তার স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে সূর্যকে অনুরোধ করেছেন–
i. উত্তাপ দেওয়ার জন্য
ii. আলো দেওয়ার জন্য
iii.বাতাস দেওয়ার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক র ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৫. স্যাঁতসেঁতে বলতে বোঝায়–
i. আর্দ্র
ii. ভিজে ভিজে ভাবযুক্ত
iii.সিক্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও রii ঘ i, ii ও iii

৪৬. 'প্রার্থী' কবিতায় সুকান্ত ভট্টাচার্য আমাদের শীত আটকানোর যে পদ্ধতির কথা বলেছেন তা হলো–
i. এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে রাখা
ii. সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে রাখা
iii.কম্বল দিয়ে সারা শরীর ঢেকে রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i I ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ র, ii ও iii

৪৭. কবি সুকান্ত তার 'প্রার্থী' কবিতায় সূর্যকে উত্তাপ প্রদানের জন্য বলেছেন–

i. আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে

ii. রাস্তার ধারে উলঙ্গ ছেলেটার ওপর

iii. বৃদ্ধ কৃষকের ওপর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i I ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ র, ii ও iii

৪৮. কৃষকের চঞ্চল চোখ ধান কাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলোর প্রতীক্ষায় থাকে, কারণ–

i. ধান কাটার দিনগুলো কৃষকের কাছে ঈদের খুশির মতো

ii. ধান কাটার মাধ্যমে কৃষক রুটিরুজির ব্যবস্থা করে

iii. কৃষক তার প্রতীক্ষিত ফসল ঘরে তুলবে বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৯. শীত আটকানোর জন্য আমরা খড়কুটো জ্বালাই, কারণ–

i. আমাদের গরম কাপড়ের অভাব হবার কারণে

ii. খড়কুটোর আগুনে শরীর গরম করার জন্য

iii. আমাদের বেশি অর্থ নেই বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক ii খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫০. সকালের এক টুকরো রোদ্দুর এক টুকরো সোনার চেয়েও দামি মনে হয়, কারণ–

i. শীতার্ত বস্তহীন মানুষেরা শরীর গরম করে

ii. গরম কাপড়ের অভাব হবার কারণে

iii. শীতের সকালে সূর্য কুয়াশার চাদর সরিয়ে দেয় বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫১–৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাবা-মায়ের সাথে প্রথমবারের মতো গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে তারেক। কনকনে শীতের রাতে পাজেরো থেকে নেমেই তারেকের চোখে পড়ে রাস্তার ধারে শুয়ে থাকা তার সমবয়সী ছেঁড়া মলিন পাতলা জামা পরা একটি মেয়ের ওপর। শীতের তীব্রতায় হু-হু করে কাঁপছিল সে। ছোট্ট তারেক তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলে, আমরা কি ওকে সাহায্য করতে পারি না বাবা?

৫১. তারেক মেয়েটিকে সাহায্য করতে চাইল কেন?

ক মেয়েটি ছেঁড়া মলিন পাতলা জামা পরা ছিল বলে

খ শীতের তীব্রতায় মেয়েটি কাঁপছিল বলে

গ মেয়েটি অসুস্থ ছিল বলে

ঘ মেয়েটি অনাথ ছিল বলে

৫২. ছোট্ট তারেকের কথায় 'প্রার্থী' কবিতার যে ভাবটি ফুটে উঠেছে তা হলো–

i. সহমর্মিতা

ii. সহানুভূতি

iii. মহানুভবতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii

গ i ও iii ঘ iii

৫৩. তারেকের মেয়েটিকে সাহায্য করার জন্য বাবার কাছে আকুতি আমাদের কী শিক্ষা দেয়?

ক মানুষ মানুষের জন খ আর্ত-মানবতার কল্যাণ করা কঠিন

গ ধনীদের অহংকারবোধ ঘ সমাজে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য নেই

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৪ ও ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'এসো আজ মুঠি মুঠি মাখি সে আলো
ধুয়ে যাক মুছে যাক মনের কালো।'

৫৪. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা দিকটি নিচের কোন কবিতার ভাবের সাথে সংগতিপূর্ণ?

ক প্রার্থী খ মানবধর্ম

গ নারী ঘ জাগো তবে অরণ্য কন্যারা

৫৫. উল্লিখিত ভাবটি নিচের যে চরণে প্রকাশ পেয়েছে তা হলো–

i. মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়,
ভিন্ন জানার পাত্র অনুসারে

ii. কঙ্কণে তুলিয়া ছন্দ তান
জাগাও মুমূর্ষু ধরা-প্রাণ

iii তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারবো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ iii গ i ও ii ঘ ii ও iii